৫ আগস্ট উপলক্ষে মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তুতি সভা

আগামী ৫ আগস্ট ২০২৬ জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবসের ২য় বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্যাপনের লক্ষ্যে মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এ সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. তোজাম্মেল হোসেনের সভাপতিত্বে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অংশ নেন। সভায় দিবসটি উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী ৫ আগস্ট পর্যন্ত অফিস চলাকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা লাল ব্যাজ ধারণ করবেন।

এছাড়া ৫ আগস্ট সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হবে। এরপর সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

গাংনীতে জাকির হোসেনের রোগমুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল

গাংনী শিক্ষা পরিবারের উদ্যোগে বাংলাদেশ শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের কেন্দ্রীয় মহাসচিব জাকির হোসেনের রোগমুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার মাগরিবের নামাজের পর গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সেমিনার কক্ষে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

[redacted]

[redacted]

গাংনীতে বর্ষা মৌসুমে গ্রামে বেড়েছে সাপের আতঙ্ক

মেহেরপুরের গাংনীতে হঠাৎ বেড়েছে সাপের উপদ্রব। দিন-রাত মানুষের মধ্যে সাপের আতঙ্ক বিরাজ করছে। মানুষের শয়নকক্ষেও মিলছে সাপের দেখা। গত শনিবার রাতে বিষধর সাপের কামড়ে সপ্তম শ্রেণির এক স্কুলছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে বিষধর সাপ দেখা দেওয়ায় জনমনে আতঙ্ক আরও বেড়েছে।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বর্ষা মৌসুম এলেই গাংনীতে সাপের উপদ্রব বেড়ে যায়। তবে বর্তমানে যে সাপগুলো দেখা যাচ্ছে, তা পাঁচ-সাত বছর আগেও দেখা যেত না। স্থানীয়রা বলছেন, এগুলো অত্যন্ত বিষধর। সাপগুলোর মধ্যে কালাচ, চন্দ্রবোড়া ও পদ্মগোখরা অন্যতম। গত সোমবার একজনের বাড়ির গেটের সামনে বিষধর সাপ দেখতে পেয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

মো. তামিম হোসেন নামের এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, “গত সোমবার বাড়ির গেটের সামনে একটি সাপ দেখতে পাই। লোকজন বলছে এটি কালাচ বা চন্দ্রবোড়া। প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলাম, পরে লোকজন ডেকে সাপটি মেরে ফেলি। সাপটি মারার পর থেকে আমার মনে এখন সাপের আতঙ্ক কাজ করছে।

সাপ ধরার কাজে নিয়োজিত মো. রিয়াজুল ইসলাম জানান, চলতি বছরে তিনি প্রায় সাড়ে ৩০০ পদ্মগোখরা সাপ ধরেছেন। গত এক সপ্তাহেই ধরেছেন প্রায় ১০০টি সাপ। তিনি ৩২ বছর ধরে এ পেশায় আছেন এবং সাপ ধরার কৌশল তার বাবার কাছ থেকে শিখেছেন। ধরা পড়া জীবিত সাপগুলো তিনি সাপুড়েদের কাছে দিয়ে দেন।

সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসার বিষয়ে মো. মোমিদুল ইসলাম বলেন, “মানুষ এখনো কবিরাজ বা ওঝার কাছে গিয়ে ঝাড়ফুক করায় বিশ্বাসী। এটা ঠিক নয়। সাপে কাটা রোগীকে সঠিক সময়ে হাসপাতালে নিয়ে এন্টিভেনম দিতে পারলে রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে। ঝাড়ফুকের ওপর ভরসা করে সময় নষ্ট করা একদম উচিত নয়।”

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মো. একরামুল হক বলেন, “সাপে কাটার পর অধিকাংশ পরিবার রোগীকে হাসপাতালে না নিয়ে ওঝা বা কবিরাজের কাছে নিয়ে সময় নষ্ট করে। সচেতনতার অভাবেই সাপে কাটা রোগী মারা যায়। সাপে কাটার

সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে আনতে হবে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পর্যাপ্ত এন্টিভেনম মজুত আছে। দেরি না করে দ্রুত হাসপাতালে আসার জন্য সবাইকে অনুরোধ করছি।

শিক্ষার আলোয় গড়ে তুলতে হবে দক্ষ প্রজন্ম

মেয়েরা সমাজের বোঝা নয়, বরং সঠিক শিক্ষার মাধ্যমে তাদের দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে হবে।

মঙ্গলবার মেহেরপুরের গাংনীতে আয়োজিত এক সচেতনতামূলক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শিল্পী রানী রায় এ কথা বলেন।

গাংনী উপজেলা প্রশাসন ও বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের যৌথ আয়োজনে বামন্দী বাজার প্রাঙ্গণে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) আনোয়ার হোসেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় মাদক, অনলাইন জুয়া, মোবাইল আসক্তি, বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন, ইভটিজিং ও আত্মহত্যা প্রতিরোধে জোরালো আহ্বান জানান। তিনি বলেন, “মাদক নির্মূল করতে হলে শিক্ষার মানোন্নয়ন অপরিহার্য। শিক্ষার্থীদের পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি ভালো কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে হবে। তবেই সামাজিক অবক্ষয় রোধ করা সম্ভব।

বাল্যবিবাহের কুফল তুলে ধরে তিনি আরও বলেন, “বাল্যবিবাহের কারণে সমাজে বিবাহবিচ্ছেদের হার আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে।

আমাদের অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে এবং মেয়েদের সুশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। নারীদের কখনোই সমাজের বোঝা মনে করা যাবে না।নারীরা বোঝা নয়, শিক্ষার আলোয় গড়ে তুলতে হবে দক্ষ প্রজন্ম।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়

সামাজিক নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সচেতনতা ও সহযোগিতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মুক্তিযোদ্ধা ডা. নুরুল হুদা। এ সময় গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রাশিদুল ইসলাম সোহাগ, উপজেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম জাহিদ, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব হারুন অর রশীদ বাচ্চু, যুবদল নেতা সম্রাট বিশ্বাস, বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান শাহ আলমসহ স্থানীয় ইউপি সদস্য, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ ও সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা বলেন, মাদকমুক্ত এবং সুন্দর সমাজ গড়তে প্রশাসনের পাশাপাশি প্রতিটি নাগরিককে নিজ নিজ অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখতে হবে।

মেহেরপুরে জেলা প্রশাসক গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্ণামেন্ট প্রচারণা সংক্রান্ত উপ-কমিটির সভা

মেহেরপুরে জেলা প্রশাসক গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্ণামেন্ট প্রতিযোগীতার প্রচারণা সংক্রান্ত উপ-কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য দেন মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফারুক হোসেন, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য সচিব রকিবুল হাসান রিপন, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মাসুদ, জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফুর রহমান, সাংবাদিক মিজানুর রহমান।

সভাপতির বক্তব্য অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম বলেন, বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে সব ধরণের খেলার প্রতি গুরত্ব আরোপ করেছেন।

ফুটবল টুর্ণামেন্টের পরেই ক্রিকেট টুর্ণামেন্টের আয়োজন করা হবে। গ্রামে গঞ্জে যাতে খেলাধুলা ছড়িয়ে পড়ে, তরুণরা যাতে মাদক ও মোবাইল আসক্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পারে সরকার সে ব্যাপারে বদ্ধ পরিকর। সরকারের আকাঙ্খা বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসন খেলাকে গুরত্ব দিচ্ছে।

সভায় জেলা প্রশাসক গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্ণামেন্ট সফল ও পুরো জেলায় ছড়িয়ে দিতে প্রচারণা কমিটির গুরত্ব তুলে ধরা হয়। মেহেরপুরের সকল ক্রীড়াপ্রেমি ও তরুণদের মাঝে টুর্ণামেন্টের বার্তা পৌছে দিতে প্রচারণ-প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে।

মেহেরপুর প্রতিদিনসহ জেলায় গণমাধ্যম কমীর্রা যাতে টুর্ণামেন্ট সংবাদ মাধ্যমে প্রচারের মাধ্যমে টুর্ণামেন্টের সফলতা বয়ে আনতে পারে সেক্ষেত্রে সাংবাদিকদের প্রতিও আহবান জানানো হয়।

উল্লেখ্য, জেলা প্রশাসক গোল্ড কাপ টুর্ণামেন্টের উপজেলা পর্যায়ের প্রতিযোগীতা ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। তিন উপজেলা চ্যাম্পিয়ন ও মেহেরপুর পৌরসভা টিম নিয়ে জেলা পর্যায়ের টুর্ণামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। তবে দিনক্ষণ পরে জানানো হবে।

খেলাধুলার মাধ্যমেই গড়ে উঠবে মাদকমুক্ত সমাজ

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় বলেছেন, আজ যারা খেলায় অংশগ্রহণ করবেন এবং যারা খেলা উপভোগ করবেন, সবাইকে আমি মাদককে ‘না’ বলার আহ্বান জানাই। শুধু খেললেই হবে না, আমাদের সবাইকে মাঠে এসে খেলাধুলাকে উৎসাহিত করতে হবে।

আমরা সবাই মিলে খেলা দেখব এবং সব সময় মাঠকে প্রাণবন্ত রাখব।

শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ার পাশাপাশি নিয়মিত খেলাধুলা করবে অথবা খেলা উপভোগ করবে। তাহলেই আমাদের স্লোগান ‘মাদককে না বলি, সবাই মিলে খেলতে চলি’ বাস্তবে সফল করা সম্ভব হবে।

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে গতকাল সোমবার বিকেল ৫টায় চাঁদবিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে জেলা প্রশাসক গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসকল কথা বলেন তিনি। এ সময় তিনি বেলুন উড়িয়ে এবং ট্রফি উন্মোচনের মাধ্যমে খেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বাবলু সূত্রধর ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান।

বাবলু সূত্রধর বলেন, এ ধরনের ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন আমাদের সমাজকে মাদকের ভয়াবহতা থেকে দূরে রাখতে এবং তরুণদের খেলাধুলায় উদ্বুদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

যারা খেলায় অংশগ্রহণ করেছেন, তারা সবাই হার-জয়কে খেলাধুলার স্বাভাবিক অংশ হিসেবে মেনে নেবেন। পাশাপাশি খেলোয়াড়, আয়োজক ও দর্শকদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখার আহ্বান জানাই।

অ্যাড. কামরুল হাসান বলেন, এই ফুটবল টুর্নামেন্টের মাধ্যমে আমরা মেহেরপুরকে মাদকমুক্ত করতে চাই। আমাদের বিশ্বাস, খেলাধুলার প্রসার তরুণদের মাদক থেকে দূরে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

মাদকের ভয়াবহতা অনেক সময় সিগারেটের মতো ক্ষতিকর অভ্যাস থেকে শুরু হয়। তাই খেলোয়াড়, ক্রীড়াপ্রেমী এবং সমাজের প্রতিটি মানুষের উচিত ধূমপান ও মাদক থেকে দূরে থাকা। আসুন, সবাই মিলে খেলাধুলাকে উৎসাহিত করি এবং একটি সুস্থ, সুন্দর ও মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তুলি।

এছাড়াও এসময় পৌর ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ ও সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, জেলা জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির মাহবুব উল আলম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

এসময় সদর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, জেলা জামায়াতে ইসলামীর

সূরা কমিটির সদস্য ও সেক্রেটারি মো. ইকবাল হুসাইন, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, সদর উপজেলা সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলাম, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্যসচিব রাকিবুল হাসান রিপন, সদর উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্যসচিব আয়ুব হোসেন, চাঁদবিল শেরে বাংলা ক্লাবের সভাপতি মাজেদ আলীসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, ক্রীড়া সংগঠক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ম্যাচে বুড়িপোতা ইউনিয়ন ১-০ গোলে পিরোজপুর ইউনিয়নকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে ওঠে।

ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধের ২৪তম মিনিটে বদলি খেলোয়াড় সোলায়মান জয়সূচক গোলটি করেন। ডি-বক্সের বাইরে থেকে শামীমের নেওয়া ফ্রি-কিক আনমার্ক অবস্থানে থাকা সোলায়মানের কাছে পৌঁছালে তিনি প্রথম স্পর্শেই জোরালো শটে বল জালে পাঠান। তার করা একমাত্র গোলেই বুড়িপোতা ইউনিয়ন মূল্যবান জয় তুলে নিয়ে সেমিফাইনালে নিজেদের স্থান নিশ্চিত করে।

দ্বিতীয় ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ঝাউবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে, যেখানে শ্যামপুরের প্রতিপক্ষ কুতুবপুর। তৃতীয় ম্যাচে চাঁদবিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে বারাদি ও আমদহ একে অপরের মুখোমুখি হবে।

আয়োজক সূত্রে জানা গেছে, প্রথম ম্যাচের বিজয়ী ও দ্বিতীয় ম্যাচের বিজয়ী ঝাউবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে প্রথম সেমিফাইনালে খেলবে। তৃতীয় ম্যাচের বিজয়ী ও আমঝুপি ইউনিয়নের গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠের বিজয়ী দল দ্বিতীয় সেমিফাইনালে অংশ নেবে।

ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে চাঁদবিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে, যেখানে দুই সেমিফাইনালের বিজয়ী দল শিরোপার জন্য লড়বে।

আজ শুরু হচ্ছে মেহেরপুর জেলা

প্রশাসক গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট

“মাদককে না বলি, সবাই মিলে খেলতে চলি” প্রতিপাদ্যে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের ২০২৬ উদ্বোধন আজ অনুষ্ঠিত হবে।

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে আজ সোমবার বিকেল ৪টায় চাঁদবিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়।

টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে চাঁদবিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে মুখোমুখি হবে বুড়িপোতা ও পিরোজপুর। দ্বিতীয় ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ঝাউবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে, যেখানে শ্যামপুরের প্রতিপক্ষ কুতুবপুর। তৃতীয় ম্যাচে চাঁদবিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে বারাদি ও আমদহ একে অপরের মুখোমুখি হবে।

আয়োজক সূত্রে জানা গেছে, প্রথম ম্যাচের বিজয়ী ও দ্বিতীয় ম্যাচের বিজয়ী ঝাউবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে প্রথম সেমিফাইনালে খেলবে। তৃতীয় ম্যাচের বিজয়ী ও আমঝুপি ইউনিয়নের গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠের বিজয়ী দল দ্বিতীয় সেমিফাইনালে অংশ নেবে।

ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে চাঁদবিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে, যেখানে দুই সেমিফাইনালের বিজয়ী দল শিরোপার জন্য লড়বে। তরুণ সমাজকে মাদক থেকে দূরে রেখে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী করে তুলতেই এ টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

সার কেলেঙ্কারির মামলায় বিএনপি নেতা কারাগারে

মেহেরপুরে বিএনপির একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা, আবার একই সঙ্গে জেলা সার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক। কিন্তু সেই নেতার বিরুদ্ধেই উঠেছে সরকারি সার পাচারের অভিযোগ। প্রায় দুই বছর আগে অন্তর্বর্তী সরকারের শাসনামলে ৪৬০ বস্তা সরকারি ডিএপি সারসহ একটি ট্রাক আটকের ঘটনায় পুলিশের দেওয়া চার্জশিটে পাঁচ আসামির একজন তিনি।

দীর্ঘদিন আদালতে হাজির না হওয়ায় জারি হয় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। শেষ পর্যন্ত আদালতে আত্মসমর্পণ করলে জামিন নামঞ্জুর করে তাকে পাঠানো হয় গোপালগঞ্জ জেলা কারাগারে। ঘটনাটি ঘিরে মেহেরপুরের রাজনৈতিক অঙ্গন ও কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা ও সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে।

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর থানায় দায়ের হওয়া সরকারি সার পাচারের মামলায় মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক এবং মেহেরপুর জেলা সার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. সোহরাব হোসেনসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেছে পুলিশ। বর্তমানে তিনি এ মামলায় গোপালগঞ্জ জেলা কারাগারে রয়েছেন।

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর থানার ওসি আবদুল্লাহ আল মামুন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

গোপালগঞ্জ কোর্ট পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপালগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ আদালতে বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলাটির একাধিক শুনানিতে সোহরাব হোসেন অনুপস্থিত ছিলেন। এমনকি আদালতে চার্জশিট দাখিল হওয়ার পরও তিনি শুনানিতে হাজির না হওয়ায় তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। পরে গত ১ জুলাই তিনি আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করলে আদালত জামিন নামঞ্জুর করে তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। তবে রোববার (১২ জুলাই) বিষয়টি আলোচনায় আসে।

মামলার নথি সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪ সালের ২৪ অক্টোবর রাত সাড়ে ১২টার দিকে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের মুকসুদপুর উপজেলার বড়ইতলা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় পুলিশের একটি চেকপোস্টে চুয়াডাঙ্গা-ট ১১-**৪১ নম্বরের একটি ট্রাকে তল্লাশি চালানো হয়। এসময় ট্রাকটি থেকে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) ৪৬০ বস্তা ডিএপি (ডাই অ্যামোনিয়াম ফসফেট) সার উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া প্রতিটি বস্তায় বিএডিসির লোগো এবং উৎপাদনের দেশ হিসেবে সৌদি আরবের নাম উল্লেখ ছিল। জব্দ করা সারের আনুমানিক বাজারমূল্য ধরা হয়েছে ৪ লাখ ৩৭ হাজার টাকা।

এ ঘটনায় মুকসুদপুর থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪ এর ২৫/২৫(ডি) ধারায় মামলা দায়ের করা হয়। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই মো. রকিবুল ইসলাম উজ্জ্বল তদন্ত শেষে ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর আদালতে ৩৫৭ নম্বর চার্জশিট দাখিল করেন।

চার্জশিটভুক্ত পাঁচ আসামি হলেন— মেহেরপুর শহরের মন্ডলপাড়ার মো. আবু তালেব ওরফে রিপন (৪২), উজলপুর গ্রামের মো. সজল (২৭), মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ গ্রামের মো. সোহরাব হোসেন (৫৩), গাংনী উপজেলার সহোগলপুর গ্রামের মো. আব্দুস সালাম (৩৯) এবং বরিশালের গৌরনদী উপজেলার হরহর গ্রামের মো. আনোয়ার হোসেন বেপারী (৪৮)।

তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জব্দ করা সারগুলো পাচারের উদ্দেশ্যে পরিবহন করা হচ্ছিল এবং এ ঘটনায় আসামিদের প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতার প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়া গেছে। আদালতের নির্দেশে জব্দ করা ৪৫৯ বস্তা সার নিলামে বিক্রি করে ৪ লাখ ১৪ হাজার ৮০০ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে।

এদিকে সরকারি সার পাচারের মতো ঘটনায় সরকার দলীয় একজন রাজনৈতিক নেতার নাম আসায় মেহেরপুরের রাজনৈতিক অঙ্গনেও আলোচনা সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন বলেন, ‘রাজনীতি করার পাশাপাশি আমি নিজেও একজন কৃষক। এবার ছয় বিঘা জমিতে ধান চাষ করেছি। কিন্তু বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকেও আমাকে চড়া মূল্যে কালোবাজারিদের কাছ থেকে সার কিনতে হয়েছে। অথচ সদর উপজেলা বিএনপির নেতা এবং সার ব্যবসায়ীদের নেতা হয়েও সোহরাব হোসেন মেহেরপুর জেলার কোটার সার অন্য জেলায়

কালোবাজারিতে বিক্রি করতে গিয়ে ধরা পড়েছেন। বিষয়টি সত্যিই লজ্জার।’

এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাবেদ মাসুদ মিল্টনের মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল দেওয়া হলেও তা রিসিভ হয়নি।

তবে মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ আহমেদ বলেন, ‘মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সোহরাব হোসেনের বিরুদ্ধে এ বিষয়ে আমরা এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিনি। কারণ মামলাটি বর্তমান উপজেলা বিএনপির কমিটি গঠনের আগের। তবে এই মামলায় তিনি যদি আদালতে সাজাপ্রাপ্ত হন, তখন দলীয়ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

সরকারি সার পাচারের অভিযোগে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কৃষকরাও। মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের কৃষক আব্দুল মালেক বলেন, ‘মৌসুম এলেই সার নিয়ে সংকট দেখা দেয়। অনেক সময় নির্ধারিত দামে সার পাওয়া যায় না। যদি সরকারি সার এভাবে পাচার হয়, তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হই আমরা সাধারণ কৃষকরাই। আমার একটাই দাবি, এ বিষয়ে সরকার যেন কঠোর ব্যবস্থা নেয়।’

একই উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের কৃষক নুর ইসলাম বলেন, ‘সারের জন্য আমাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা ডিলারের দোকানে অপেক্ষা করতে হয়। কোথাও কোথাও অতিরিক্ত দামও দিতে হয়। যারা কৃষকের জন্য বরাদ্দ সার পাচার করে, তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত।’

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর থানার ওসি আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘স্পেশাল ট্রাইবুনাল অ্যাক্টের মামলাটি আমি মুকসুদপুর থানায় যোগদান করার আগের। বর্তমানে মামলাটি বিচারিক পর্যায়ে রয়েছে এবং সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনি কার্যক্রম চলমান।’

সূত্র: এশিয়া পোস্ট